

NAAE

## ই পরমানু কৃষি গবেষণাকেন্দ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কল্যাণী:  
শুধু গামা চেম্বার বা অত্যাধুনিক  
গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ থাকবে  
না কল্যাণীর বিধানচন্দ্র কৃষি  
বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক পরমাণু-  
কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের গতিবিধি।  
আগামী দিনে একে পরমাণু-কৃষি  
গবেষণা হাব হিসেবে গড়ে তুলতে  
চায় কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা জাতীয়  
পারমাণবিক শক্তি কমিশন। সোমবার  
এই গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করতে  
এসে এই তথ্য জানান কমিশনের  
চেয়ারম্যান বিজ্ঞানী শেখর বসু। এ  
দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন  
ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের (বার্ক)  
বিজ্ঞানী এস পি কালে, বিসিকেন্ডি-র  
উপাচার্য ধরনীধর পাত্র, ভাবার তরফ  
থেকে এই গবেষণাগারের প্রোগ্রাম  
অফিসার সুরত দত্ত প্রমুখ। এস পি  
কালে জানান, দেশের জনসংখ্যা  
দিন দিন বাড়ছে। পরমাণুকে মানব  
কল্যাণের কাজে লাগানো দরকার।  
গামা রশ্মির তেজস্ক্রিয়তার ফলে বীজে  
বিবর্তন আনা যেতে পারে। শেখরবাবুর  
ইচ্ছা, রাজ্যের আম, কমলা লেবু-সহ  
অন্যান্য ফল বা শস্য সংরক্ষণে কাজে  
লাগানো হোক এই গবেষণা কেন্দ্রকে।

১৫-১৬

কল্যাণী, ১৬ নভেম্বর ২০১৬



## ভাঙন রোধে নদীয়ার ভেটিভার প্রকল্প নিয়ে উৎসাহিত বাংলাদেশ

বিএনএ, কৃষ্ণনগর: নদীয়াকে দেখে অনুপ্রাণিত বাংলাদেশ। নদী ভাঙন রোধে বাংলাদেশ সরকারও ভেটিভার ঘাস লাগাবে। নদীয়া জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর একথা জানিয়ে গিয়েছেন বাংলাদেশ সরকারের উপ সচিব এরশাদুল হক। তিনি বলেন, আমাদের দেশেও নদী ভাঙন রয়েছে। ভাঙন সমস্যা সমাধানে এখানে ভেটিভার প্রকল্প সবিস্তারে জানলাম। এই প্রকল্প আমরাও গ্রহণ করার কথা ভাবছি।

বাংলাদেশ সরকারের ১০ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি নদীয়ায় এসেছিলেন। যার নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব মাসুম আলম। ওই দলে কয়েকজন জন প্রতিনিধিও ছিলেন। প্রতিনিধি দল মূলত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় কী কী সফল পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ, তা সরজমিনে খতিয়ে দেখতেই এসেছিলেন। বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যের মধ্যে এক নম্বরে রয়েছে নদীয়া জেলা। তাই বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল এই জেলাকেই বেছে নিয়েছিলেন। দেশের মধ্যে প্রথম নির্মল জেলা হয়েছে নদীয়া। এই জেলাতেই নদী ভাঙন রোধে ভেটিভার প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। যা গত বছরের নভেম্বর মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'সবুজায়ন' নামকরণ দিয়ে সূচনা করেছিলেন।

নদীয়া জেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের। সেখানে উপস্থাপিত করা হয় সবুজায়ন তথা ভেটিভার প্রকল্প। ওই বৈঠকেই বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল ভেটিভার প্রকল্প নিয়ে উৎসাহিত হন। নদী ভাঙনে জর্জরিত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা। পদ্মার ভাঙন

গ্রাস করছে একের পর এক গ্রাম। ভাঙন রোধে ভেটিভার প্রকল্প গ্রহণ করবেন বলে প্রতিনিধি দল জানান।

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা সূচনা হওয়ার পর নদীয়ায় ভেটিভার ঘাস লাগানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। গত ডিসেম্বর মাসেই তামিলনাড়ু থেকে ভেটিভার ঘাসের ১২ লক্ষ চারা এনে নার্সারি করা হয়। ওই নার্সারি থেকে আগস্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত তিন কোটি চারা হয়েছে। নার্সারি করা হয়েছে ৭৬টি। ভাগীরথী নদীর ভাঙন প্রবণ এলাকার পাড়ে এখনও পর্যন্ত ৯০ কিমি ভেটিভার ঘাস লাগানো হয়েছে। জেলায় ভাগীরথী, জলঙ্গী, ইছামতি, চূর্ণি নদীর পাড়ে মোট ৭৪৩ কিমি ভেটিভার ঘাস লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের কাজ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা করছেন। ১০০ দিনের প্রকল্পে স্বনির্ভর সদস্যরা ভেটিভার লাগিয়ে মজুরিও পাচ্ছেন। 'জীবিকাসাধী' নামে একটি নতুন প্রকল্পও শুরু করেছে নদীয়া জেলা প্রশাসন। ভেটিভার ঘাস থেকে নানান প্রকার হস্তশিল্প তৈরি করে মহিলারা স্বনির্ভর হবেন। ফেসবুকে ভেটিভার প্রকল্পের কথা জানতে পেরে গত আগস্ট মাসে আমেরিকার নিউ জার্সি থেকে দুই অধ্যাপক এসেছিলেন নদীয়ায়। তাঁরাও প্রশংসা করে গিয়েছেন এই প্রকল্পকে।

নদীয়া জেলা পরিষদের সভাপতি বাণীকুমার রায় বলেন, আমাদের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে জানানো হয়েছে। আমরা এ জেলায় কী কী কাজ করছি তাও বিস্তারিত জানিয়েছি। ভাঙন রোধে ভেটিভার প্রকল্প নিয়ে তাঁরা আগ্রহী হয়েছেন।

৬/১১/১৬

বর্তমান ৬ ২ জুলাই ২০১৬



শুড়ির গ্রামে নিযাতিতা  
ল্লার বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে  
পা বলে বাম প্রতিনিধি দল

# এই বাজ্য

শিক্ষক দিবসে নাপিত, মু  
রিকশা চালকদের গৌত  
দিল রায়গঞ্জের স্কুলপাড়ঃ

২০১৬

## গামা রান্ধিতে ফসলের জিন-বদলে

এই সময়, কল্যাণী: ডায়াবেটিসে ভুগছেন?  
আলু খাওয়া নিষেধ।  
ইউরিক অ্যাসিডের বাড়াবাড়ি? কপি  
খাবেন না।

কিডনির সমস্যা? মূসুর ডাল নৈব লৈব চ।  
বসনা যাঁদের খাদ্যাভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণ করে,  
চিকিৎসকদের বিধিনিষেধে তাঁরাই বেশি  
সমস্যায় পড়েন। কেমন হয় যদি ডায়াবেটিসেও  
আলুভাজা খাওয়া যায়? কিংবা ইউরিক  
অ্যাসিডের জেরে ব্যথায় কাবু হওয়া সঙ্গেও  
আপনি ফুলকপির কথা শেয়ে যেতে পারেন?  
এ জন্য হয়তো আর বেশি দিন অপেক্ষা  
করতে হবে না। গামা রান্ধির প্রায়োগে বদলে  
সেওয়া যাবে ফসলের জিনের গঠন। এর

সাহায্যে শস্যের মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের  
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ইচ্ছেমতো  
কমানো যাবে শর্করা, পটাসিয়াম কিংবা  
প্রোটিনের পরিমাণ।

গামা রান্ধি এক ধরনের তড়িচ্চুম্বকীয়  
বিকিরণ। পরমাণু কণার মধ্যে নানা  
পরিবর্তনের ফলে এই বিকিরণ তৈরি হয়।  
পরীক্ষণগারে এই বিকিরণ তৈরি করে যদি

### বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়া গবেষণা কেন্দ্র



পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন হল সোমবার

ফসলের উপর প্রায়োগ করা যায়, তা হলে  
শস্যের ডিএনএ-র গঠন পরিবর্তন করা যাবে।

এই উদ্দেশ্যে সোমবার নদিয়ার বিধানচন্দ্র  
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা শুরু হল পরমাণু  
কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের। ভাবা পরমাণু গবেষণা  
কেন্দ্রের আর্থিক সহায়তায় তৈরি হয়েছে এই

এই কেন্দ্রে রয়েছে গামা রান্ধি প্রায়োগের  
ইউনিট। গবেষণা কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত  
আধিকারিক সোমনাথ ভট্টাচার্য জানান, গামা  
রান্ধি প্রায়োগের মাধ্যমে ফসলে কী ধরনের  
পরিবর্তন আনা যেতে পারে, তা নিয়ে  
গবেষণা হবে এই কেন্দ্রে। রান্ধির প্রায়োগ  
মাত্রার তারতম্যের মাধ্যমে জিনের পরিবর্তন  
কতটা হবে, তা চিহ্নিত করা যাবে। কোন  
ফসলের ক্ষেত্রে কতটা মাত্রা প্রায়োগ করতে  
হবে, সেটাই বোঝা যাবে গবেষণার মাধ্যমে।

শুধু ফসলের গুণ পরিবর্তন নয়, খাদ্যশস্য  
হোক কিংবা শাক-সবজি বা ফল, এ সব  
কতদিন সংরক্ষণ করা যাবে, তা ঠিক হবে  
গামা-র জাদুতে। সোমনাথ ভট্টাচার্যের  
ভাষায়, 'জিন-বদলে স্বাদ বদলাবে না।

চেহারাও থাকবে এক। শুধু খাদ্যগুণের  
হেরফের হবে।' অর্থাৎ, গামার আক্রমণে  
আম আপেলের মতো খেতে লাগবে না।

সরবে পিষলে বাঁধ লাগবে। আলুর মিষ্টি-  
মিষ্টি ভাবটাও থাকবে অটুট। রূপ-রং-বর্ণ-  
গন্ধ বেলাক এক থাকলেও বদলে যাবে তার  
ভিতরে থাকা বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ।

সহজে নষ্ট হবে না। অনেক ক্ষেত্রে ফসল  
ঘরে তোলার পর কৃষক দেখেন, ৪০ শতাংশ  
পচেই গিয়েছে। আর্থিক ক্ষতি হয় কৃষকের।  
জিন-বদলে খাদ্যশস্য পচনরোধী হয়ে উঠবে।  
সংরক্ষণ করা যাবে বেশি দিন। চাষির লাভের  
সম্ভাবনা বাড়বে।

কৃষকদের কী কাজে লাগবে এই পরমাণু  
গবেষণা? জিনের পরিবর্তনের ফলে ফসল  
সহজে নষ্ট হবে না। অনেক ক্ষেত্রে ফসল  
ঘরে তোলার পর কৃষক দেখেন, ৪০ শতাংশ  
পচেই গিয়েছে। আর্থিক ক্ষতি হয় কৃষকের।  
জিন-বদলে খাদ্যশস্য পচনরোধী হয়ে উঠবে।  
সংরক্ষণ করা যাবে বেশি দিন। চাষির লাভের  
সম্ভাবনা বাড়বে।

কৃষকদের কী কাজে লাগবে এই পরমাণু  
গবেষণা? জিনের পরিবর্তনের ফলে ফসল  
সহজে নষ্ট হবে না। অনেক ক্ষেত্রে ফসল  
ঘরে তোলার পর কৃষক দেখেন, ৪০ শতাংশ  
পচেই গিয়েছে। আর্থিক ক্ষতি হয় কৃষকের।  
জিন-বদলে খাদ্যশস্য পচনরোধী হয়ে উঠবে।  
সংরক্ষণ করা যাবে বেশি দিন। চাষির লাভের  
সম্ভাবনা বাড়বে।

কৃষকদের কী কাজে লাগবে এই পরমাণু  
গবেষণা? জিনের পরিবর্তনের ফলে ফসল  
সহজে নষ্ট হবে না। অনেক ক্ষেত্রে ফসল  
ঘরে তোলার পর কৃষক দেখেন, ৪০ শতাংশ  
পচেই গিয়েছে। আর্থিক ক্ষতি হয় কৃষকের।  
জিন-বদলে খাদ্যশস্য পচনরোধী হয়ে উঠবে।  
সংরক্ষণ করা যাবে বেশি দিন। চাষির লাভের  
সম্ভাবনা বাড়বে।

কৃষকদের কী কাজে লাগবে এই পরমাণু  
গবেষণা? জিনের পরিবর্তনের ফলে ফসল  
সহজে নষ্ট হবে না। অনেক ক্ষেত্রে ফসল  
ঘরে তোলার পর কৃষক দেখেন, ৪০ শতাংশ  
পচেই গিয়েছে। আর্থিক ক্ষতি হয় কৃষকের।  
জিন-বদলে খাদ্যশস্য পচনরোধী হয়ে উঠবে।  
সংরক্ষণ করা যাবে বেশি দিন। চাষির লাভের  
সম্ভাবনা বাড়বে।

০৫-৪৪৫৮

০৫-৪৪৫৮-২০১৬

